দৈনিক সংবাদ

008

তারিখ 07 JAN 1988

পৃষ্ঠা... 1 কলাম... 6

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছে। গত বছরের মত এবারও শুধু লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে সুযোগ দেয়া হবে ভর্তির। গত বছর শুধু একশ' নম্বরের একটা পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু যে প্রশ্নপত্র তৈরী হয়েছিল তাতে একজন ছাত্রের ১২ বছরের শিক্ষাজীবন যাচাই হয় না। ১২ বছরের শিক্ষাজীবন যাচাই করতে হলে পরীক্ষা পদ্ধতির আরো উন্নয়ন করা দরকার। এক্ষেত্রে বুয়েটের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। সেখানে তিন ঘন্টা সময়ে ৬০০ নম্বরের একটা পরীক্ষা নেয়া হয়। এই পরীক্ষায় যারা ভর্তির সুযোগ পায় তারা সত্যিই মেধাবী। যেটা গত বছর মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঘটেনি। গত বছর যে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছিল সেটা ছিল বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রকাশিত ভর্তি গাইডের সংক্ষিপ্ত সংকলন। ফলে পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ের কোন সুযোগ ছিল না। এপ্রসঙ্গে এস, এস-সি এবং এইচ, এস-সি'র প্রাপ্ত নম্বরের ২%--৫% নম্বর যোগ করার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। ফলে ঐ দুই পরীক্ষায় ভাল ফল করার প্রবণতা ছাত্রদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে এবং এতে করে সামগ্রিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে আর ছাত্রদেরকে অভিভাবকের হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে হবে না। এক্ষেত্রে অনেকে হয়ত নকল করার কথা বলবেন। কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে নকল করে পাস করা গেলেও বেশী নম্বর পাওয়া যায় না।

পরিশেষে বিষয়টা গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শেখ মো: শফিকুল ইসলাম,
১ম বর্ষ এম, বি, বি, এস
ম, চি, ম।

পরীক্ষার তারিখ সত্বর ঘোষণা করা হোক

আমরা ১৯৮৬সালের সনাতন পদ্ধতির সম্মান পরীক্ষার্থী। ১৯৮৭ সালও গেছে। ১৯৮৮ সালে এসেও আমরা পরীক্ষা কবে হবে এমন কোন সংবাদ পাচ্ছি না। সত্বর আমাদের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হোক। আমরা আগামী ছয় মাসের মধ্যে পরীক্ষা দিতে চাই। পত্রিকান্তরে জানতে পারলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ '৮৬-৮৭ সালের পরীক্ষার্থীদের একত্র করণের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করছেন সেশন জট নিরসনের উদ্দেশ্যে। এধরনের সিদ্ধান্তের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। আমরা আমাদের জীবন থেকে আরও একটি বছর হারিয়ে ফেলতে চাই না। মাস্টার্স ডিগ্রী করার আগে এমনিতেই অনেকের সরকারী চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাবে। কাজেই খুব অল্প দিনের দিনের মধ্যেই পরীক্ষার ঘোষণা শুনতে আগ্রহী।

গাজী সাইফুল ইসলাম,
আনন্দমোহন কলেজ
অর্থনীতি বিভাগ, ময়মনসিংহ।